দৈনিক সংবাদ

DEC. — 3 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

78

পাঠ্যবই বিলম্বে ছেপে পৌঁছানোর সেই পুরনো কাহিনী

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা তা হলে এবারও সময়মত পাঠ্যবই হাতে পাচ্ছে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বই পৌঁছে দেয়ার বারবার প্রতিশ্রুতি যতই দিক, সর্বশেষ যে তথ্য পত্রিকান্তরে প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় না প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে পারবে। বিগত বছরগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তারা কিছুই শেখেনি। এই প্রতিষ্ঠানটিও কি তাহলে শেষ পর্যন্ত পিডিবির পর্যায়ে চলে যাবে? বারবারই পত্রিকায় ঘোষণা থাকে এ সময়ের পর বিদ্যুতের আর কোন সমস্যা থাকবে না। সময় চলে যায়, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকে। আবার ঘোষণা হয়, আবার ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

বছরের মাঝামাঝি থেকে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মত পৌঁছবে। তারপরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি উবে গিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে বই বন্টনের ক্ষেত্রে একের পর এক অনিয়ম ও কালক্ষেপণের খবর। এবার ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে ৮ কোটি ১৩ লাখ পাঠ্যবই ছাপিয়ে ফেলার কথা। এটা হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাবর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বই পেত। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, কাজ হয়েছে ২ শতাংশেরও কম। ৪০ লাখেরও কম বই ছেপে বসে পড়েছে মুদ্রণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এরা নাকি সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমুদয় পাঠ্যবই ছেপে বের করার দায়িত্ব পেয়েছিল। কথা ছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বই বিলি বন্টনের কাজ শেষ করে ফেলা হবে। এখন মুখরক্ষার স্বার্থে বই পৌঁছে দেয়ার সময় এক মাস পিছিয়ে দিয়ে জানুয়ারিতে সারাদেশে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে এনসিটিবি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এনসিটিবি এ কাজটিও পারবে না। কারণ তিনটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান যে গতিতে ছাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে সময়মত ৭ কোটি ৭৩ লাখ বই মুদ্রণ কিছুতেই শেষ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, সারাদেশে বই বন্টনের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার উপর এখন রমজান এবং সামনে আসছে ঈদের ছুটিছাটার প্রশ্নটি।

আসলে পাঠ্যবই ছাপানোর ক্ষেত্রে প্রতিবছরই এনসিটিবির কার্যাদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে থাকে গণ্ডগোল এবং অনিয়ম। এখানে বিভিন্ন স্বার্থ গ্রুপ অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। চলে বিভিন্নমুখী টানাপোড়েন। থাকে স্বচ্ছতার অভাব। এবারে বোর্ড পুস্তকা, ফ্রি প্রেস এবং শুকতারাকে যে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে যে কার্যাদেশ দিল তাদের পূর্বে কখনই পাঠ্যবই ছাপানোর অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং এক্ষেত্রে বোর্ড কেন এই ঝুঁকি নিতে গেল?

পাঠ্যবই বিলম্বে ছাপানোর জন্যে কোন ধরনের জবাবদিহিতা বা শাস্তির যেহেতু কোন বিধি-বিধান নেই, সুতরাং পত্রিকার পাতায় দু একটি খবর প্রকাশিত হলে কার কি এসে যায়? কাজেই পাঠ্যবই প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিলম্বেই পৌঁছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যায় আরো বিলম্বে। এভাবেই চলছে। এবার অনেকের মতে, ফেব্রুয়ারি-মার্চের আগে পাঠ্যবই পৌঁছানো যাবে না। দেশের অগণিত ছাত্রছাত্রীর এই তিনটি মাস নষ্টের জন্য যারা দায়ী তারা কি বরাবর এভাবেই পার পেয়ে যাবে?